দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... SEP 20 2006 ...
পৃষ্ঠা ... ১৩ কলাম ... ৬

বেসরকারী প্রাঃ শিক্ষকদের প্রতীক অনশন

স্পীকারকে স্মারকলিপি পেশ : ফ্রন্টের মহাসমাবেশ ৯ নভেম্বর : কমিউনিটি শিক্ষকদের কর্মসূচীও স্থগিত

স্টাফ রিপোর্টার ঃ চাকরি জাতীয়করণের এক দফা দাবী আদায়ে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা গতকাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রতীক অনশন পালন করেছে। স্মারকলিপি দিয়েছে স্পীকারের কাছে। শতভাগ বেতনের ঘোষণাসহ প্রতিশ্রুত দাবীসমূহ বাস্তবায়নের দাবীতে জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট আহুত আজকের মহাসমাবেশ-মহাঅবস্থান স্থগিত করে ৯ নভেম্বর পুনঃ নির্ধারণ করা হয়েছে। ১৪ দলের রাজপথ, রেলপথ, নৌপথ অবরোধের কারণে ফ্রন্টের মহাসমাবেশ মহাঅবস্থান কর্মসূচী স্থগিত করা হয়েছে বলে জানা গেছে। আজকের কর্মসূচী স্থগিত করলেও সংবাদ সম্মেলন করে নতুন কর্মসূচী ঘোষণা করেছে ফ্রন্ট। একই কারণে পূর্ব ঘোষিত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের মহাসমাবেশ স্থগিত করেছে কমিউনিটি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি।

বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত অনশনে সমিতিভুক্ত ৬৪ জেলার শিক্ষক প্রতিনিধিরা অংশ নেন। সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ সামসুল আলমের সভাপতিত্বে অনশনস্থলে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তৃতা করেন আলহাজ শহীদুল ইসলাম খান, মৃগেন্দ্র মোহন সাহা, সাইফুল ইসলাম, ফরিদুল হক, স্বপন কুমার রায়, এম এ জব্বার, সালাহউদ্দিন আহমেদ, আবুল কালাম আজাদ, কাজী মোজাম্মেল হক, শেখ ফরিদ উদ্দিন, মতিউর রহমান জাহাঙ্গীর, আবুল কালাম আজাদ, মোঃ আবদুর রশিদ প্রমুখ।

সমাবেশের পর দুপুর ১২টায় শিক্ষকরা স্পীকারের কাছে স্মারকলিপি নিয়ে বিক্ষোভ মিছিলসহ জাতীয় সংসদ অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। পথে পুলিশের বাধার মুখে ৫ সদস্যের প্রতিনিধি দল স্পীকারের দপ্তরে স্মারকলিপি হস্তান্তর করে। এ সংগঠনের কর্মসূচী অনুযায়ী আজও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রতীক অনশন শেষে প্রেসিডেন্টের কাছে স্মারকলিপি দেবে।

এ দিকে সংবাদ সম্মেলন করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আহুত আজকের মহাসমাবেশ মহাঅবস্থান স্থগিত করলেও বেসরকারী শিক্ষকদের সাথে সরকারের প্রতারণামূলক আচরণের তীব্র সমালোচনা করেছেন জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ। নিজস্ব কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ সংবাদ সম্মেলনে ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী প্রিন্সিপাল কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, দীর্ঘ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় গত ৬ আগস্ট শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষকদের সকল সমস্যা সমাধনের প্রতিশ্রুতি দিলেও ৪৩ দিন পর্যন্ত সে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের কোন লক্ষণ নেই। ফ্রন্ট নেতা সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, বর্ধিত ১০% বেতনের ক্ষেত্রে কোন শর্ত আরোপ করা হলে সাথে সাথে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়ে নতুন কর্মসূচী দেব।

এ সংবাদ সম্মেলনে ফ্রন্ট নেতা তাদের ৮ দফার উল্লেখসহ শিক্ষক নির্যাতন, অনিয়ম, দুর্নীতি, সরকারের ব্যর্থতার নানা চিত্র তুলে ধরেন। এক প্রশ্নের জবাবে কাজী ফারুক বলেন, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মহাসমাবেশ মহাঅবস্থানের জন্য সারা দেশ থেকে বিপুলসংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারী বাস-ট্রেন-লঞ্চে ঢাকায় আসার ব্যাপক প্রস্তুতি নিলেও ১৪ দলের অবরোধ ও হরতাল কর্মসূচীর কারণে দুর-দূরান্ত থেকে শিক্ষক-কর্মচারীদের ঢাকায় আসা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সে কারণেই আন্দোলন কর্মসূচী পুনঃ নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজ সকল জেলা সদরে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল হবে। ২২ সেপ্টেম্বর ঢাকা মহানগরে বিক্ষোভ মিছিল, ২৮ সেপ্টেম্বর বাড়ী ভাড়ার ১০০ টাকা ফেরত দিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে পত্র প্রদান, ৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবসে শিক্ষক মর্যাদা সনদ বাস্তবায়নের দাবীতে সকল জেলা সদরে শিক্ষক র‍্যালি, ৯ নভেম্বর ঢাকায় শিক্ষক কর্মচারী মহাসমাবেশ, মহাঅবস্থান এবং ২৭ নভেম্বর শিক্ষক-কর্মচারী নির্যাতনবিরোধী আন্তর্জাতিক কনভেনশন।

এ সংবাদ সম্মেলনে ফ্রন্ট নেতাদের মধ্যে মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, অধ্যাপক আসাদুল হক, প্রিন্সিপাল মোহাম্মদ [illegible] চৌধুরী মানিক, মাহবুব আলম তালুকদার, বিলকিস জামান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।